সংবাদ সংবাদ

তারিখ 19 SEP 2017 ... কলাম ...

sampadakio@gmail.com

জনে জনে জনতা

শিক্ষা ডিজিটাল হোক

মোস্তাফা জব্বার

এক.

খুব জোরেশোরে না হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর নিয়ে আলোচনা একেবারে নেই তেমন নয়। ২০১৪ সালের ১লা জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ছাত্র-ছাত্রীর হাতে ল্যাপটপ প্রদান করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও ষষ্ঠ শ্রেণীতে সব ছাত্র-ছাত্রীকে ট্যাব দেয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অতি সামান্য ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনভাবেই ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবছে না। ফলে বাংলাদেশের শিশুরা নিজের শরীরের চাইতে বেশি ওজনের ব্যাগ কাঁধে করে নিয়ে শিল্পযুগের প্রাথমিক স্তরের অচল শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিল্পযুগের চতুর্থ স্তরতো দূরের কথা দ্বিতীয় স্তর যা বিদ্যুভিত্তিক এবং তৃতীয় স্তর যা কম্পিউটারভিত্তিক তার শিক্ষাও গ্রহণ করছে না। সেই যে কবে শিক্ষার্থীর কাঁধে ব্যাগের বোঝা চেপেছিল সেটি দিনে দিনে বড় হয়েছে। এদেশে স্কুল ব্যাগ বহন করতে গিয়ে কারও মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও আমাদের পাশের দেশে ভারতে এমন ঘটনা ঘটেছে।

খবরটি বাংলাদেশের অনেক পত্রিকা এবং নিউজপোর্টালেও প্রকাশিত হয়েছে। ছোট এই খবরটি একটি পোর্টাল থেকে তুলে ধরছি। ৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের বাংলা মেইল২৪ডটকম পোর্টালের খবর হচ্ছে- 'পিঠে ভারি স্কুলব্যাগ নিয়ে নিচে তাকাতে গিয়ে পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির নাম সারিকা সিং। ভারতের মহারাষ্ট্রের নালাসোপারা ইস্টের অলকাপুরী এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শিশু সারিকা সিং স্কুল থেকে ফিরে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিল। সে সময় কেউ তার নাম ধরে ডাক দেয়। তারপরই সারিকা ব্যালকনি থেকে নিচের দিকে তাকায়। কিন্তু ভারি স্কুলব্যাগের ওজনে টাল সামলাতে না পেরে সে পাঁচতলা থেকে পড়ে যায়।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে পুলিশের ধারণা, ভারি ব্যাগের জন্যই ঝুঁকতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুটি পড়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু চার বছরের শিশুর পিঠে কি এতো বইয়ের বোঝা চাপানো উচিত? দুর্ঘটনার পর এই প্রশ্ন আরও একবার সবার মুখে মুখে।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা এমন হতেই পারে। কিন্তু এই ঘটনাটির মর্মার্থ একটু ভিন্নভাবে তাকিয়ে দেখা যায়। অনুভব করা যায় যে, আমরা কোনভাবেই শিশুকে তার বিশাল ওজনের ব্যাগটা থেকে মুক্তি দেয়া যায় কিনা।

বাংলাদেশের পোর্টালে প্রকাশিত এই খবরটির উৎস খুঁজতে আমরা গুগল থেকে 'ইন্ডিয়াটিভি নিউজ' খুঁজে পাই যেখানে বলা হয় যে, সারিকা পাঁচ তলায় অবস্থিত তাদের বাসায় যাবার আগে চারতলায় তার প্রতিবেশীর তলায় থামে। পরে যখন সে তার নিজের বাসায় উঠতে যায় তখন সে সিড়ির ফাক দিয়ে নিচে কারা আছে তা দেখতে তাকালে সে তার শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এই ভারসাম্য হারানোর প্রধানতম কারণ হচ্ছে তার ভারি স্কুলব্যাগটি। ফলে সে সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। এর পরপরই আতঙ্কিত বাসিন্দারা তাকে প্রথম অ্যালিয়েন্স হাসপাতালে ও পরে ককিলাবেন আম্বানি হাসপাতালে নিয়ে যান যেখানে সে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সারিকার বাবা দারাসিং রাজরিয়া তখন বাসায় ছিলেন না। তিনি কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তুলিঞ্জ পুলিশ স্টেশনের সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদর্শন পোদ্দার জানান যে, সারিকার দুটি বড় বোন ও একটি বড় ভাই রয়েছে। তাদের ফ্ল্যাট নাম্বার হচ্ছে ৪০৫। এলাকার বাসিন্দারা সারিকার মৃত্যুতে শোকার্ত। কারণ সে সকলেরই আদরের ছিল।

http://www.indiatvnews.com/news/india-four-year-old-girl-in-mumbai-falls-to-death-from-4th-floor-due-to-heavy-schooi-bag-322368

সেখানেই মেয়েটির ছবিও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অনেকেই তাদের খবরের সঙ্গে নিজেদের ছবি-বা শুধু স্কুলব্যাগের ছবি প্রকাশ করেছেন। চার বছরের ইনোসেন্ট এই মেয়েটি বস্তুত আমাদের এই অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলেছে। এই অঞ্চলে শিশুশ্রেণী থেকে ওপরের দিকে পড়তে যাওয়া সকল শিশুর জন্যই এমন ভারি স্কুল ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। শিশুর শারীরিক ওজন যাই হোক না কেন তাকে কখনও কখনও তার নিজের শরীরের ওজনের তুলনায় বেশি ওজনের ব্যাগ বহন করতে হয়।

বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল ব্যাগ ব্যবহার করে বিশেষ করে শিশুদেরকে যেভাবে নিপীড়ন করা হয় তার বিপরীতে কিভাবে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা এর বিকল্প হতে পারে সেই বিষয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। এর আগে বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক আলোচনাও করেছি। বাংলাদেশে শিক্ষাকে ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে কি ধরনের দুর্বলতা বিরাজ করে সেটিও ব্যাপকভাবেই আলোচনা করেছি। স্কুল ব্যাগের ওজন ও সেটি বহন করার বিষয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি খবরকে কেন্দ্র করে আমার আলোচনাটি ছিল এর বিদ্যমান অবস্থা এবং আমাদের সরকারি প্রয়াস নিয়ে। আমরা প্রসঙ্গত একটু পেছনের দিকেও তাকাতে পারি।

'২০১৪ সালের নভেম্বরে ঢাকার জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি শীর্ষ সংবাদ পরিবেশন করা হয়, যাতে বলা হয় যে, আমাদের শিশুদের স্কুলব্যাগটা বড্ড ভারি। তারা জরিপ করে দেখিয়েছে যে, ১৫-২০ কেজি ওজনের শিশুকে ৬ থেকে ৮ কেজি ওজনের স্কুল ব্যাগ বহন করতে হয়। তারাই ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে বলেছে যে, শিশুর মোট ওজনের শতকরা দশ ভাগের বেশি ওজনের ব্যাগ তার কাঁধে দেয়া উচিত নয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হতে পারে।'

আমরা এখন জানি যে স্কুল ব্যাগের ওজন কেবল সমস্যা তৈরি করে না। ভারতের শিশু সারিকার মৃত্যু শারীরিক সমস্যার বাইরে জীবন সমাপ্ত হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তারা নানা পরামর্শ দিয়ে বলেছে যে, শিশুর বই কমিয়ে, স্কুলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে-খাতার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ব্যাগের ওজন কমানো যায়। প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এসব চিন্তা ভাবনা নিয়ে সামনে আগানো যেতে পারেই। কিন্তু কার্যত শিশুদের বইয়ের ওজন, খাতার ওজন বা পানির বোতল কোনটাই কমবে না। বরং যদি ব্যাগটার ওজন আরও বাড়ে তবে তাতে আমাদের অবাক হবার কিছু থাকবে না। ফলে ব্যাগের ওজন বাড়ার এই সমস্যার সমাধানও তাই পাঠক্রম কমানোতে বা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার পথে হবে না। আসুন অন্য কিছু ভাবি। এর বিকল্প কি হতে পারে সেটি নিয়ে চিন্তা করি। এই ভাবনাটি অবশ্য আমার জন্য একেবারেই নতুন নয়।

আমি স্মরণ করতে পারি, নব্বই দশকেও আমার সম্পাদিত নিপুণ পত্রিকায় শিশুদের ওজনদার স্কুল ব্যাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম। আমার শিশুকন্যা সুনন্দা শারমিন তন্বীর পিঠের ব্যাগটাকে প্রচ্ছদের ছবি বানিয়ে তার ওপরই প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিলাম। তখনই প্রস্তাব করেছিলাম-শিশুদের যেন তথাকথিত বিদ্যার ওজনে পিষ্ট না করা হয়। তখনও দুনিয়াজুড়ে ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে শুরুই হয়নি। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাশরুমে কম্পিউটার প্রচলনের সূচনা হয়েছিল। আমরা ঢাকায় তখনও ভাবতেই পারিনি যে বই-এর কোন বিকল্প হতে পারে। সেজন্য তখন আমি বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় দেখার অনুরোধ করেছিলাম।

আমার নিজের জন্য বিষয়টি জরুরি মনে হয়েছিল এজন্য যে আমি তখন ঢাকার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হই। আমাকে বিস্মিত করে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দেখায় যে কম্পিউটার শেখার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো কম্পিউটার দিয়ে শেখা। তখনই আমি শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের সঙ্গে পরিচিত হই। তখনই আমি দেখি যে বইকে সফটওয়্যার বানানো যায়। নিজের পুত্র সন্তানের ওপর সেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে লেখাপড়া করার পদ্ধতিটি প্রয়োগও করেছিলাম।

শিশুদের যে বইয়ের বোঝা দেয়া উচিত নয় সেসব কথা সরকারের নীতি নির্ধারকগণ হর হামেশাই বলে থাকেন। সরকারিভাবেও পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু দিনে দিনে বই এবং বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈষম্যটা কেমন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা পড়ে মাত্র ৩টি বিষয়। পঞ্চম শ্রেণীতে শিশুরা পড়ে ৬টি বিষয়। সেই শিশু ষষ্ঠ শেণিতে পড়ে ১৩টি বিষয়। যারা এসব বিষয় পাঠ্য করে তারা কি কখনও ভাবে যে শিশুটির মেরুদণ্ডের জোর কতটা? এটিও কি তারা বুঝেন যে, এক বছরে সে কতটা বেশি গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করে? এক বছরের ব্যবধানে একটি শিশুকে কি কোনভাবে নতুন সাতটি বিষয় পড়তে দেয়া যায়? দুনিয়ার কোন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কি এমন পরামর্শ দিতে পারেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পণ্ডিতগণ সেই কাজটি করেছেন। শুধু কি তাই- পাঠক্রমে যে পরিমাণ বই বা পাঠক্রম আছে বেসরকারি বা ইংরেজি মাধ্যম এমনকি মাদ্রাসারও বই বা পাঠক্রম তার চাইতে বহুগুণ বেশি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন কোন বেসরকারি বিদ্যালয়ে এনসিটিবির বই-এর চাইতে শিশুশ্রেণিতেই দ্বিগুণ-তিনগুণ বই পড়ানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকে শুধু বই থেকে কমিশন পাওয়া যাবে বলে নতুন নতুন বই পাঠ্য করে। প্রকাশকরা এসব বই পাঠ্য করার জন্য শতকরা ৭০ ভাগ অবধি কমিশন দিয়ে থাকে। অন্যদিকে স্কুলের মালিক ও শিক্ষকরা বলেন যে, অভিভাবকরাই চান যেন অনেক বই পাঠ্য করা হয়। একটি বিষয়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি শেখার জন্য একটি বই পাঠ্য করেছে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে ইংরেজির ওয়ার্ড বুক, একটিভ ইংলিশ এমনকি ব্যাকরণও পাঠ করে। শিশুশ্রেণীর একটি শিশুর যেখানে খেলায় খেলায় পড়ার কথা সেখানে তাকে বই-এর পর বই চাপিয়ে দেয়া হয়। শিশুর জন্য এক সাথে বাংলা-ইংরেজি ও আরবি ভাষার অত্যাচারতো আছেই। কাকতালীয়ভাবে সেজন্য সরকারি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ সরকারি স্কুলের চাইতে বেশি বই পাঠ করে। মুম্বাই এর ঘটনাটি বাংলাদেশেও ঢেউ তুলেছে। কেউ একজন বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে রিট করেছেন এবং আদালত শরীরের ওজনের এক দশমাংশের বেশি ওজনের ব্যাগ শিশুদের না দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ কতটা কার্যকর হবে সেটি নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এর প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বই কমানোর কথা বলেছেন। কিন্তু বই কমানোটা যে তার এক্তিয়ারে নেই তার ধারণা আমরা পাই যখন দেখি যে সরকার পুরো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণই করে না। কেবল অননুমোদিত স্কুল নয়, পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণও সরকারের নিয়ন্ত্রণে নয়।

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

[**লেখক :** তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান– সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার-এর জনক]

mustafajabbar@gmail.com